মদনমোহন

কমলা পিক্‌চার্সের ভক্তি-মূলক চিত্র

কানাইলাল দত্ত প্রযোজিত

কমলা পিকচার্সের শ্রদ্ধা-নিবেদন !

মদনমোহন

রচনা : **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র**

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **অমল কুমার বসু**

সঙ্গীত-পরিচালনা : **প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য ও পরেশ ধর**

চিত্র-গ্রহণ	: রমেন পাল
শব্দ-গ্রহণ	: পরিতোষ বসু
বিশেষ-দৃশ্য-গ্রহণ	: প্রবোধ দাস
সম্পাদনা	: অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জি
পরিস্ফুটন	: জগবন্ধু বসু
ব্যবস্থাপনা	: অমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী
আলোক-সম্পাত	: বিমল দাস
শিল্প-নির্দ্দেশ	: তারক বসু
দৃশ্য-সংস্থাপন	: গোপী সেন, হীরেন নাগ
পশ্চাদ-পট	: রামচন্দ্র সিন্ধে
রূপসজ্জা	: সুধীর দত্ত
বেশভূষা	: সন্তোষ নাথ ও গোবর্দ্ধন রক্ষিত
কারুশিল্প	: জীতেন পাল, গোবিন্দ দাস
গীত-রচনা	: সুবল দত্ত, সন্তোষ সেন, ফণি নন্দী
স্থির-চিত্র	: শিল্প মন্দির
বেশভূষা সরবরাহ	: ডি, আর, মেকাপ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ
যন্ত্র-সঙ্গীত	: ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

●

সহকারীগণ :

পরিচালনায়	: বিজন চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী
চিত্র-গ্রহণে	: প্রসুন ঘোষ, সুনীল চক্রবর্ত্তী দেবেন্দ্র দে ও ভবতোষ
শব্দ-গ্রহণে	: সমেন চ্যাটার্জ্জি, অমর ঘোষ
সম্পাদনায়	: দেবীদাস গাঙ্গুলী, অমিয় মুখার্জ্জি
পরিস্ফুটনে	: প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, দুর্গা বোস, মুকুন্দ পাল
ব্যবস্থাপনায়	: হারু, দানী, পাঁচু, যোগেশ
আলোক-সম্পাতে	: অনন্ত, হরি সিং, গোরা, শান্তি, নিরঞ্জন, নব, অজিত
রূপসজ্জায়	: তিনকড়ি, সুরেশ, শঙ্কর
দৃশ্য-সংস্থাপনায়	: দৈতারি, পহেলী, দুর্গা, হীরালাল ও নবী

●

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত :

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য শ্যামল মিত্র, বিনয় অধিকারী, উমাশঙ্কর চ্যাটার্জ্জি, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, বাসন্তী ঘোষাল, ও ডলি সেনগুপ্তা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সৈনিক সঙ্ঘ, নিতাই দত্ত, কানাই মুখার্জ্জী, এ, কে, বাসু ও ইণ্ডিয়ান অব্ একুইজিশন এণ্ড হর্স মাষ্টারশিপ্

ভূমিকায় :—মলিনা দেবী, সবিতা চ্যাটার্জ্জী, নমিতা সিংহ, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, নীতিশ মুখার্জ্জী, অজিত ব্যানার্জ্জি, মিহির ভট্টাচার্য্য, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, শুভেন মুখার্জ্জী, বেচু সিংহ, সুনীত মুখার্জ্জি, ধীরাজ দাস, মোহন গোপাল এবং আরও ১০০১ জন অভিনীত।

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ ফটোফোন শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র-পরিবেশক : **কমলা ফিল্মস্** : ১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৯

মদনমোহন (গল্পাংশ)

বিষ্ণুপুরের জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের কথা—তাই বলে রূপকথা নয়, আবার শুধু রূপের কথাও নয়,—রূপ-কীর্ত্তি-কথা-গাঁথা পুণ্য কাহিনী।

দৈবে পাওয়া দেবানুগ্রহে অনাথ বালক রঘুনাথ হ'ল পরবর্ত্তী কালে মহারাজ রঘুনাথ মল্ল——প্রতিষ্ঠা করল মদনমোহনের। পরম বৈষ্ণব মহারাজ হাম্বীর এই রঘুনাথেরই বংশধর। বড় সুখের সংসার তাঁর। উপযুক্ত পুত্র দুর্জ্জন সিং, পুত্রবধু চিত্রা, পৌত্র গোপাল সিং, পৌত্রী রত্না আর সবার উপরে গৃহদেবতা মদনমোহন—এই সব নিয়ে বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁর মধ্যে কোনরকম শিথিলতা আসে নি। কিন্তু বিধির বিধান—তাই বুঝি একদিন সত্যরক্ষার জন্য একবস্ত্রে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন তিনি।

যুবরাজ দুর্জ্জন সিং হলেন মহারাজ। কিন্তু হাম্বীরের বিদায় থেকেই বোধহয় জাগ্রত দেবতা মদনমোহন তাঁর খেলা সুরু করলেন। নাহ'লে—বহু পুরাতন পুরোহিতকেই বা কেন মহারাণী বিদায় করে দিলেন ?

রাজকুমারী রত্নার অন্ধ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতেই বা কেন এক নবীন পুরোহিত উপস্থিত হলেন ?

চেৎ-বরদার রাজা শোভা সিং বা কেন পথিমধ্যে মদনমোহনদেবের রাজস্ব লুণ্ঠন করতে এসে বন্দী হ'ল ?—

শোভা সিং-এর শিবির থেকে পাওয়া নর্ত্তকী চন্দনবাঈ বা কেন মহারাজ দুর্জ্জন সিং-এর কাছে শোভা সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাইলো ?

আর দুর্জ্জন সিং-ই বা কেন এই নারীর সম্মোহনী দৃষ্টিতে ভুলে রাজকার্য্য, দেবতার উপাসনা—সব ছেড়ে দিলেন ?

অপরদিকের অবস্থা জটিলতর—নবীন পুরোহিত ফুরসৎ পেলেই রাজকুমারী রত্নার কাছছাড়া হয় না—হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে,—বলে—রাজকুমারী নাকি শাপভ্রষ্টা লক্ষ্মী। সেনাপতি বীর সিং আবার এ ব্যাপারটা পছন্দ করেন না—কারণ তিনি রাজকুমারীর প্রণয়াকাঙ্খী। নবীন পুরোহিত কিন্তু বড় বাচাল—তার কথাবার্ত্তা—হাসি—সবই রহস্যজনক।

এই পুরোহিতের আবির্ভাবের পর থেকেই ঘটনার পর ঘটনা রহস্যকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে।

বিগ্রহের বাঁশী চুরি যায়—কিন্তু পাওয়া যায় রাজকুমারীর বিছানায়।

রাজকুমারীর গলার মালা ঝোলে পুরোহিতের গলায় আর বিগ্রহের গলার মালা রাজকুমারীর গলায়।

স্বামী পর-স্ত্রী আসক্ত—কন্যা ও পুরোহিতের ভাবগতিক সন্দেহজনক। মহারাণী চিত্রা শেষবারের মত একবার স্বামীকে রাজকার্য্যে ও দেবসেবায় মন দিতে অনুরোধ করতে গিয়ে কেঁদে ফিরে এলেন—নিরুপায় হয়ে। কেঁদে গিয়ে পড়লেন বিগ্রহের সামনে—প্রার্থনা জানালেন,—

'তুমি উপায় করে দাও ঠাকুর—তুমি উপায় বলে দাও—'

ঠাকুর উপায় বলে দিলেন।

সেই রাত্রেই চন্দনবাঈ হ'ল নিরুদ্দেশ আর নবীন পুরোহিত হ'ল বিতাড়িত। সেনাপতি বীর সিং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে রাজকুমারী আর পুরোহিতের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করল যুবরাজ গোপাল সিং-এর কাছে যার ফলে গোপাল সিং বীর সিং-কে ভয়ানক অপমান করলেন। ক্ষিপ্ত বীর সিং সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প ক'রল—

ডেকে পাঠাল নিজ সহকারীকে—নিম্নস্বরে কি পরামর্শও যেন করল। সুরু হ'ল দ্বন্দ্ব।

রাজ্য ও রাজপরিবারের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার সুযোগের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত। আরও সুবিধা হ'ল যখন বিষ্ণুপুর সেনাপতি বীর সিং-এর সহকারী এসে জানালো, যে সেনাপতি কয়েকটি সর্ত্তে বিষ্ণুপুর-রাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে—।

ভাস্কর পণ্ডিত বীর সিং-কে আমন্ত্রণ জানালো।

পাথর-দরজার সামনে রাখা 'দলমাদলের' পাশে অস্থির ভাবে পদচারণা করছে বীরসিং—ভাস্কর পণ্ডিতের উত্তরের প্রতীক্ষায়—এমন সময় উপস্থিত হলো নবীন পুরোহিত। বীর সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ পেল।

এরপর আর পুরোহিতকে জীবিত রাখা উচিৎ নয়। বীরসিং পুরোহিতকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে এক উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে নদীতে ফেলে দিলেন—

ওদিকে বিগ্রহের সামনে ক্রন্দনরতা রাজকুমারীকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে সখি মালা—

কিন্তু হঠাৎ এ কি!—

'বিগ্রহ মাটির নীচে নেমে যাচ্ছেন যে!'

'বিগ্রহ মাটির নীচে নেমে গেলেন যে!!'

দ্রুতগতিতে দুঃসংবাদটি ছড়িয়ে পড়লো রাজবাড়ীতে—সারা রাজ্যে—এমন কি ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরেও।

দ্রুততরগতিতে হাজির হ'ল সারা রাজপরিবার দেবশূন্য মন্দিরে—ওদিকে দ্রুততমগতিতে এগিয়ে আসে ভাস্কর পণ্ডিতের অশ্বারোহী সৈন্যদল—

তারপর ???

[গান]

(১)

মন ডুবুরি ডুব দে রে আজ
অথই জলের মাঝ
যতন করে রতন খোঁজা
সবার সেরা কাজ।
মায়াজালের টানের চোটে,
কত জীবন হাঁফিয়ে ওঠে,
কত জনার ফুরায় বেলা
হয় না ত শেষ কাজ।
ছোট বড় ঢেউয়ের দোলায় কত রূপের মেলা
কালিয়ার ঐ কালো জলে রঙ বেরঙের খেলা।
দরিয়ার ঐ অতল তলে
কত মাণিক মুক্তা ঝলে
তারই মাঝে হয়ত পাবি
রসিক প্রেমরাজ!

রচনা : সন্তোষ সেন
সুর : পরেশ ধর

(২)

সুন্দর নবঘন শ্যাম
চন্দন চর্চ্চিত গোপীজন অর্চ্চিত
শ্যামতনু নয়নাভিরাম।
শিরে শিখিপাখা দেহে পীতবাস
গলে বনমালা মুখে মৃদুহাস,
সুমধুর ও অধর মুরলী বর ধর
ভঙ্গিমা বঙ্কিম ঠাম।
শ্যামল-বরণ-তনু কিশোর কুসুম ধনু
রূপেতে নয়ন ধাঁধায়
সজল মেঘের কোলে যেন শত চাঁদ দোলে
আঁখি বিজলী চমকায়।
কালো আঁখি তারা জল ছল ছল
প্রেম রসঘন ভাব বিহ্বল
অপরূপ রূপ হেরে মন মথ লাজে ফেরে
মদনমোহন শ্যাম।

রচনা : সন্তোষ সেন
সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য

(৩)

এল বসন্ত এলো রে
মুঞ্জরি ওঠে রজনীগন্ধা
এলো বসন্ত এলো রে।
ফাগুণ এলো গো ছড়ায়ে সুবাস
কোকিলা গাহিছে এলো মধুমাস
মর্ম্মরি যেন দখিণা বাতাস
নব শিহরণ তোলে রে!
দিকে দিকে সাজে নব কুলবীথি
কুঞ্জের তলে মিলনের গীতি,
নব বধূবেশে সাজিছে প্রকৃতি
নব প্রাণ বুঝি পেলো রে।

রচনা : সুবল দত্ত
সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য

(৪)

প্রেমানন্দ মাধব হে এসো নব পীতবাসে
ভুবন ভোলানো সেইসাজে
চির সুন্দর শ্যামস্মিত চন্দ্রিকা বিলাসে
এসো চিত মন্দির মাঝে।
তুমি এই অশরণে
টেনে লও ও চরণে,
ফোটাতে প্রেমকলি
এসো এসো ব্রজ অলি
সুরভি ঢাকিতে পারি না যে।

রচনা : ফণী নন্দী
সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য

(৫)

রিক্ত পরাণ কাঁদে ফাগুণের অভিসারে
বেদনার আঁখি জল ঝরে তাই শতধারে।
লগন বহিয়া যায়
তবু ত এলেনা হায়,
স্মৃতির রাগিণী বাজে স্মরণ বীণার তারে।
এ বুঝি গো হায় শত জনমের
নিয়তির লেখা মোর
শত শ্রাবণের বাদল ধারায়
মেশে তাই আঁখি লোর।
ধূপের সুরভি সম
তৃষিত এ হিয়া মম,
সুরভি বিলায় শুধু
বিরহের আঁধিয়ারে।

রচনা : সুবল দত্ত
সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য

(৬)

পাষাণ ভেদিয়া জেগে ওঠো ওগো
নিদ্রিত ভগবান,
তুমি ত নহ গো মর্ম্মরে গড়া
নিশ্চল নিষ্প্রাণ।
অত্যাচারীর অপমান সয়ে—
এখনও কি তুমি রহিবে ঘুমায়ে,
বাঁশরী তোমার ফেলে দাও দূরে—
ধর অসি খর শান।

কংসের কারাগারে
শোনালে তোমার অভয় মন্ত্র
ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কারে—
সঘনে বাজাও বিজয় ডঙ্কা—
হেঁকে বল নাহি নাহি রে শঙ্কা,
প্রলয়ের তালে উঠুক জলিয়া
রুদ্রের আহ্বান।
জেগে ওঠ ভগবান।

রচনা : সুবল দত্ত
সুর : পরেশ ধর

(৭)

মদনমোহন রূপ নিয়ে আজ
প্রেমের ঠাকুর এসেছে
তার মোহন বাঁশির সুরে সুরে
পরাণ মোদের ভেসেছে।
সেজেছে প্রেমের ঠাকুর
দেখবি যদি আয় চলে,
তার রূপের ছটায় পাগল হয়ে
বিশ্ব ভুবন যায় ভুলে।
বৃন্দাবনের কালো শশী,
বাঁকা হয়ে বাজায় বাঁশী
আয়রে ছুটে জগৎবাসী বাঁশীর সুরে সুর তুলে।

রচনা : সুবল দত্ত
সুর : প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য

আগামী চিত্রাবলী !

শ্রীশৈলেশ দে
রচিত

অশ্রুমতী

অগ্নিসাক্ষী

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক কমলা ফিল্মস, ১৭৯।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও নিউ ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৩।এ, নিমতলা ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।